সংবাদ

তারিখ ৮.৫.৮৬
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উইলিয়াম কেরীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলা গদ্যের জনক ড: উইলিয়াম কেরীর কর্মময় জীবন থেকে প্রেরণা গ্রহণের আহ্বানের মধ্য দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার কেরীর অবদান বিষয়ক দু'দিনব্যাপী একটি সেমিনার শুরু হয়েছে।

ড: কেরীর ১৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় চার্চ পরিষদের সাহিত্য কমিটি আয়োজিত এ সেমিনারের উদ্বোধন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। ভাষণ দেন জাতীয় চার্চ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

উইলিয়াম কেরী

(১ম পাতার পর)

এস, আর বিশ্বাস।

ড: কেরী ১৭৯৩ সনে উপমহাদেশে আসেন ধর্মপ্রচারক হিসেবে। ১৭৯৮ সনে শ্রীরামপুরে প্রথম বাংলা ছাপাখানা ও ১৮শ' সনে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন স্থাপন করেন। সে বছরের ৫ই মার্চ তিনি বাংলায় প্রথম গদ্য সাহিত্য প্রকাশ করেন। ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং তিনি 'বাংলা ব্যাকরণ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এছাড়া শিশুদের জন্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক অনারারী 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' ডিগ্রী প্রদান করে।

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর ভাষণে বলেন, এদেশে কেরীর আগমনের সাথে অন্য বৃটিশ শ্বেতাঙ্গদের আগমনের তফাৎটা ছিল, তিনি লুটপাট করতে আসেননি। কাজে ও চিন্তায় একাগ্রতা থাকলে বিদেশকে যে স্বদেশ করে নেয়া সম্ভব, কেরী তা প্রমাণ করেছিলেন।

প্রফেসর সিদ্দিকী উল্লেখ করেন, কেরী সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় শিক্ষাদান করা যায় না। তাই বোধ ও বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা ভাষার প্রসার ও পঠন-পাঠনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। অথচ পরবর্তী মিশনারীরা ভুলভাবে ইংরেজী ভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেছে। তিনি জানান কেরী ও তার সহযোগীদের ভাষাচর্চা সুদূরপ্রসারী ফল এনেছে।

সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের সাধারণ সম্পাদক রেভা: আর, এন বাড়ৈ এবং 'মিশনারী কেরী' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন জাতীয় চার্চ পরিষদের সাহিত্য কমিটির আহবায়ক মাইকেল সুশীল অধিকারী। বিকেলের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড: আবদুল কাইউম ও 'সমাজ সংস্কারক কেরী' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন শ্রী সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া ড: কেরী বিষয়ক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।